১০

সাকীব ইদানীং ঘুম থেকে উঠেই, দিলকে নিয়ে বাইরে হাটাহাটি করতে যায়। অথচ, আজ গেলোনা। রাধিকা রাতের ডিউটি শেষ করে বাড়ী ফিরে এসে দেখলো, সাকীব পোষাক বদলানোতে ব্যাস্ত। রাধিকা আবাক হয়ে বললো, কোথাও যাবে নাকি?

সাকীব বললো, ডাইরেকটর সাহেব হাত জোড় করে অনুরোধ করলো, চাকুরীতে যোনো আবার যোগদান করি। আমি ফেলতে পারলাম না তার কথা।

রাধিকা একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়লো, বললো, যাক বাবা বাঁচা গেলো। তোমার তাহলে সুমতি হলো। এবার তাহলে আমি চাকুরীটা ছাড়তে পারবো।

সাকীব বললো, তুমি চাকুরী ছাড়বে কেনো? তুমি তো কাজ করতে চাইছো চ্যালেঞ্জ নিয়ে। ডাইরেকটর সাহেবের সাথে আমার কথা হয়েছে, পরবর্তী যোগ্য একজন চীফ সার্জন নিয়োগ করতে পারলে, আমাকে আর জোড় করবে না। আমি তাহলে আসি।

রাধিকা বলার মতো কোন ভাষা খোঁজে পেলোনা। বললো, এসো।

সাকীব তার টেবিলের উপর নুতন একটা বাঁধানো ছবি রাখলো। ছবিতে একটি মা আর একটি শিশু, রাধিকা আর দিল। সে ছবিটার দিকে তাঁকিয়ে আছে আনমনে।

আশেক বললো, বললে মনে হয় বেশী বলছি বলবেন, আমি কিন্তু, সাকীব ভাইয়ের চিন্তা ভাবনার বিপরীত। ছেলেরা উপার্জন করবে, মেয়েরা ঘর দেখাশোনা করবে। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। এর বাইরে কিছু আমি ভাবতে পারিনা।

সাকীব বললো, তাই কি না, কে জানে?

আশেক বললো, যুগ বদলে গেছে, মেয়েদের প্রশ্রয় দিলে আমাদের কাঁচকলা দেখাবে।

সাকীব বললো, বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, এখন আর বাংগালী মেয়েদের দমিয়ে রাখা ঠিক না। আহমেদ, তুমি কি মনে করো?

আহমেদ বললো, জী?

আশেক চেচিয়ে বললো, ঐ গর্দভটাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নাই। মেয়েদের বুঝার মতো বয়স তার হয়নি।

টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আশেক, আহমেদকে উদ্যেশ্য করে বললো, টেলিফোন!

আহমেদ রাগ দেখিয়ে বললো, জী ধরছি।

আহমেদ টেলিফোনের কথাগুলো শুনেই বললো, ঠিক আছে।

রিসীভারটা রেখে বললো, ইমার্জেন্সী রোগী।

সাকীব, আশেক আর আহমেদ তিনজনেই গেলো চিকিৎসা কক্ষে। আহমেদ অবাক হয়ে দেখলো, গত রাতের আজমুল সাহেব আর তার বউ। সাকীব বললো, কি ব্যাপার?

আজমুল সাহেবের বউ আহমেদকে দেখিয়ে বললো, গত রাতে এই ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়ে ছিলাম। তখন ভালোই ছিলো। সকাল থেকে কেমন যেনো ছটফট করছে।

আজমুল সাহেব বিছানাতে ছটফট করতে করতে বললো, ভালোই হলো। ডাক্তার সাকীব আছে, আমার আর কোন চিন্তা নাই।

সাকীব বললো, দেখি?

সে একটা টুল টেনে নিয়ে, বিছানায় শোয়া আজমুল সাহেবের পাশে বসলো। সে হাত দিয়ে আজমুল সাহেবের পেটে টিপে টিপে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। আজমুল সাহেবের বউ বললো, খারাপ কিছু?

সাকীবের চেহারায় কেমন যেনো আঁধারের ছায়া।

আজমুল সাহেব বললো, তুমি চুপ থাকো। ডাক্তার সাকীব থাকতে আমার কোন সমস্যা হবেনা।

আজমুল সাহেব ঠিকমতো কথা বলতে পারছেনা। সে একটু থেমে, থেকে থেকে বলছে, তারপর ডাক্তার সাহেব, আমি যে করলা পাঠিয়েছিলাম, ঐগুলো পেয়েছিলেন? নিজের হাতে করা সবজি। করলা, আলুর সাথে মিশিয়ে তেল পেয়াঁজ দিয়ে ভাজলে স্বাদ লাগে।

তারপর তার বউকে ডেকে বললো, তুমি পরে ডাক্তার সাহেবকে করলা ভাজিটা কিভাবে করতে হয়, শিখিয়ে দেবে।

আজমুল সাহেবের বউ কাছে এসে, আজমুল সাহেবের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, ঠিক আছে, এখন আর কথা বলার দরকার নাই। চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

সাকীবের চেহারাটা কালো হয়ে আছে। আশেক বললো, কি ব্যাপার?

সাকীব উঠে দাঁড়ালো। আশেক আর আহমেদকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, কিছু বুঝতে পারছিনা। এক্সরে করা দরকার।

আহমেদের বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠলো। তার, গত রাতে রাত্রির কথাগুলো মনে পরতে লাগলো।

আজমুল সাহেবকে তাড়াতাড়ি এক্সরে কক্ষে নেয়া হলো।

সাকীব, আজমুল সাহেবের এক্সরে রিপোর্টটা পর্যবেক্ষণ করে বললো, যা ভেবেছিলাম তাই। পেটে পাথর একটা রয়ে গেছে।

আহমেদ অবাক হয়ে বললো, পাথর?

সাকীব বললো, হুম, এক্ষুনি আপারেশন করা দরকার। আহমেদ, তাড়াতাড়ি অপারেশন থিয়েটারে যোগাযোগ করো।

আহমেদ ছুটে বেড়িয়ে গেলো।

বেলা দশটা সাড়ে দশটার দিকে, রাত্রির চোখে ঘুমটা শুধু লেগে উঠেছিলো। ঠিক তখুনি দরজায় নক, আর রাধিকার গলা শুনতে পেলো। দিনের বেলায় ঘুমানোর জন্যে, সে চোখে এক ধরনের মোটা কাপরের চশমা ব্যাবহার করে। সে চোখ থেকে কাপরের চশমাটা খোলে এক রাশ বিরক্তি নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। দরজা খোলে রাধিকার কোলে দিলকে দেখেই, আমি পারবোনা বলে, দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হলো।

রাধিকা দরজাটা টেনে ধরে বললো, আরে থাম, থাম, দিলকে দেখার জন্যে না, আমি আসলে তোর সাথে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছি।

রাত্রি চোখ কপালে তুলে বললো, আলোচনা?

রাধিকা বললো, হুম, এই দেখ, তোর জন্যে, তোর পছন্দের মোয়া কিনে এনেছি।

রাধিকা এক প্রকার রাত্রির গা ঘেষে ঘরের ভেতর ঢুকে পরলো।

রাত্রি বিরক্তি ভরা গলায় বললো, কি আবার আলোচনা?

আজমুল সাহেবের অপারেশনের প্রস্তুতি চলছে। বেসিনে হাত ধুতে ধুতে আশেক, আহমেদকে বললো, কাল রাতে এক্সরে করলে না কেনো?

আহমেদ ভয়ে ভয়ে বললো, তখন তো টুল থেকে পরে গিয়ে সাধারন ব্যাথা পেয়েছে মনে করেছিলাম।

আশেক রাগ করলো, রোগ রোগই, কোন কিছুকে মামুলী বলে অবহেলা করতে নাই। ছোট খাট ব্যাপারগুলো বড় বিপদ ডেকে আনে, জানো না?

আজমুল সাহেবের আপারেশন শুরু হলো। সাকীব বললো, আজমুল হোসেন। বয়স পয়ষটটি, সবার সহযোগীতা কাম্য।

আহমেদ প্রেসার মিটারটা দেখে বললো, রক্তচাপ ১০০ বাই ৬৪।

সাকীব নার্সকে লক্ষ্য করে বললো, সিজার?

রাত্রি মোয়া খাচ্ছে বেশ মজা করে।

রাধিকা বললো, এবার একটা ভালো বুদ্ধি দে তো?

রাত্রি খেতে খেতে বললো, বেবী সিটারকে দায়ীত্ব দিলে কেমন হয়?

রাধিকা বললো, তাও ভেবে দেখেছি। ইদানীং ভদ্র ঘরের মহিলারা বেবী সিটারের কাজ করছে। পারিশ্রমিক চায় প্রচুর। তা ছাড়া জামানত চায় দশ হাজার টাকা। তা ছাড়া বেবী সিটাররা ঠিক মতো দেখাশুনা করেনা। কাঁদলে নাকি মার ধোর করে বাচ্চাদের।

রাত্রি বললো, ঠিক ঠিক, এমেরিকার একটা ছবিতে দেখেছিলাম, এমন একটা ব্যাপার।

রাধিকা বললো, এইসব কথা শুনলে আর ভরসা পায়না।

সে একটু থেমে বললো, আফটার অল, আমার চাকুরী ছেড়ে দেয়া ছাড়াতো কোন পথ নাই, তাই না?

রাত্রি তার হাতের মোয়াটা শেষ করে, আর একটা হাতে নিয়ে বললো, সিস্টার, তোমার কাজে যোগদান করার ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। দিল আরেকটু বড় হলেই, যোগদান করতে পারতে।

রাধিকা বললো, আমি আসলে তাই করতে চেয়েছিলাম। অন্য সব মায়েদের মতো, বাচ্চা দেখাশুনা করে সংসারী হবো। কিন্তু দিলের দু মাস বয়সের সময়, সাংঘতিক শরীর খারাপ করলো তার। আমি তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। হাসপাতালে ব্যাস্ত নার্সদের দেখে মনে হলো, কি সুন্দর হাসিখুশী চেহারা নিয়ে কাজ করছে সবাই। আমি জানি, সবার মনে কম বেশী দুঃখ কষ্ট আছে। তারপরো সবাই কেমন যেনো প্রণবন্ত। মনে হলো, নার্সের কাজটা কি যে মহৎ! নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না।

রাত্রির টেলিফোনটা বেজে উঠলো। রাত্রি বললো, এই সময়ে আবার কে?

রাত্রি টেলিফোন ধরে বললো, হ্যালো?

ওপাশ থেকে লতিফার গলা।

রাত্রি হাসপাতালে আসতেই লতিফা বললো, তুমি গত রাতে আজমুল সাহেবের চিকিৎসার সময় পাশে ছিলা না?

রাত্রি বললো, জী ছিলাম, ডাঃ আহমেদে আর আমি।

লতিফা বললো, এক্সরে করার জন্যে কোন অর্ডার পাওয়া হয়নি শুনলাম, কারন কি জানতে পারি?

রাত্রি আমতা আমতা করছে, কারন, কারন, আমি কি করে বলবো?

সাজেদা বললো, ঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা হয়নি বলে অপারেশন করতে হচ্ছে।

রাত্রির মাথায় যেনো বাজ পরলো। তার কাল রাতের ঘটনাটা ভেসে উঠলো, চোখের পর্দায়। সে আহমেদকে বলেছিলো, এক্সরে করাটা উচিৎ।

লতিফা বলতে থাকলো, নার্স শুধুমাত্র ডাক্তারের নির্দেশ পালন করে চলবে, এটা হতে পারে না। যদি রোগীর কোন?

রাত্রি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলোনা। সে ছুটে বেড়িয়ে গেলো নার্স ষ্টেশনের ভেতর থেকে। লতিফা পেছন থেকে ডাকছে, রাত্রি, রাত্রি। আমার কথা শোনো?

সাকীব ঘমছে। আহমেদ বললো, রক্তচাপ ৬০ এ নেমে এসেছে।

আশেক বললো, রক্ত তো শুধু লস হচ্ছে?

নার্স বললো রক্ত ২০০০ সি সি এর উপর লস হয়েছে।

আহমেদ আবারো বললো, রক্তচাপ ৪০ এ নেমে এসেছে।

সাকীব, আজমুল সাহেবের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর তার পেটে স্টিচ করছে।

আহমেদ বললো, রক্তচাপ ০।

আশেক বললো, আর সম্ভব না।

সাকীব তখনো হতাশ হলোনা। সে নার্সকে বললো, ব্লাডের ব্যাবস্হা করো।

রাত্রি ছুটতে ছুটতে এসে, দু নম্বর অপারেশন থিয়েটারের সামনে এসে থামলো। রাত্রির অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দু নম্বর অপারেশন থিয়েটারের দরজার উপরের রেড লাইটটা নিভে গেলো। সকীব বেড়িয়ে এলো ভেতর থেকে।

রাত্রি উৎস্যুক চোখে তাঁকিয়ে বললো, ডাঃ সাকীব, কি অবস্হা?

সাকীব মাথা নাড়লো, মুখে কিছু বললো না।

রাত্রি বললো, খারাপ সংবাদ?

আশেক বেড়িয়ে এলো। সে দেয়ালে একটা ঘুষি মেরে বললো, সিট।

তারপর অন্যত্র চলে গেলো।

রাত্রি বললো, ডাঃ আহমেদ কোথায়?

সকীব ইশারা করলো ভেতরের দিকে।

আহমেদ বেড়িয়ে এলো। তার চোখে মুখে এক ধরনের ভীতী।

রাত্রি ডাকলো, আহমেদ?

আহমেদ রাত্রিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

সাকীব বললো, আমি মিসেস আজমুলের কাছে যাচ্ছি, বাকীটা তুমি দেখো।

রাত্রি বললো, জী।

মিসেস আজমুল একটা সুসংবাদের অপেক্ষায় বসে ছিলো লবিতে। সাকীব আসতেই সে দাঁড়িয়ে বললো, কি খবর ডাক্তার সাহেব?

সাকীব বললো, অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে আমাদের কিছু করার ছিলোনা। চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। বাঁচানো সম্ভব হলোনা।

মিসেস আজমুল, সকীবের শার্ট ধরে টেনে বললো, কি বলছেন এসব? বলেন সব মিথ্যা, সব মিথ্যা।

সাকীব বললো, যা বলছি, সব সত্য। দুঃখিতো।

মিসেস আজমুল মাটিতে লুটিয়ে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো, না, না হতে পারে না। হতে পারে না।

আহমেদ রাত্রিকে বললো, গত রাতে যদি আমি ঠিকমতো চিকিৎসা করতাম, তাহলে এত বড় দুর্ঘটনাটা হতো না। কেনো করলাম না?

রাত্রি বললো, এরকম করে বলোনা, সব যে তোমার দোষ, তা ঠিক না।

আহমেদ বললো, না, সব দোষ আমার, আমার।

রাত্রি আহমেদকে শান্তনা দেবার চেষ্টা করলো। সে আহমেদের ঘাড়ে হাত রেখে বললো, হাসপাতালে এরকম ঘটনা ঘটে, মন খারাপ করোনা।

আহমেদ নিজের ঘাড়ের উপর থেকে রাত্রির হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললো, থামো! এরকম ঘটনা ঘটেনা।

রাত্রি বললো, সত্যিই ঘটে, তুমি জানো না।

আহমেদ রেগে গিয়ে বললো, তুমি কি বুঝো, তুমি হলে একজন সাধারণ নার্স, ডাক্তারের মনের অবস্থা তুমি কি করে বুঝবে?

আহমেদ চলে গেলো অন্যত্র।

আহমেদ ডাক্তার কক্ষে এসে, আজমুল সাহেবের এক্সরে রিপোর্টটার দিকে তাঁকিয়ে ছিলো। সাকীব এসে ঢুকতেই বললো, ডাঃ সাকীব, আজকের ঘটনার সব দায় দায়ীত্ব অমার।

সাকীব বললো, না তোমার না। আগের বার চিকিৎসার সময়, ব্যাপারটা আমার টের পাওয়া উচিৎ ছিলো।

দরজায় কে যেনো নক করছে, সকীব বললো, ভেতরে আসুন।

দরজা খোলে ভেতরে ঢুকলো মিসেস আজমুল। সে একটা কাগজ সাকীবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, করলা ভাজির রেসিপি।

সাকীব বললো, এই মুহুর্তে এই সবের কি দরকার ছিলো?

মিসেস আজমুল বললো, দরকার আছে। এসব না করলে, উনি পরপারে গিয়েও আমাকে ক্ষমা করবেনা। ডাঃ সাকীব, উনি সব সময় আমাকে বলতো, ডাঃ সাকীব, একজন ভালো ডাক্তার। তার সাথে কারো তুলনা হয়না। আপনি আপনার চেষ্টা করেছেন। আপনাকে কোন দোষ দেবোনা। আসি।

আহমেদ চোখ বড় বড় করে তাঁকিয়ে রইলো, মিসেস আজমুলের দিকে।

ডাইরেকটর সাহেব মিনা রায়কে ডেকে পাঠালো। মিনা রায় তার কক্ষে এসে ঢুকতেই সে বললো, ডাঃ সাকীবের ব্যাপারে একটা বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। ভাবছি, তাকে একটা প্রমোশন দিয়ে, এই হাসপাতালের এসিসট্যান্ট ডাইরেকটর করে দেবো। আর এখন বাকী রইল তার বউ, কি জানি নাম? তোমার সার্জারীরই তো নার্স?

মিনা রায় বললো, রাধিকা।

ডাইরেকটর সাহেব বললো, হ্যা হ্যা, রাধিকা, মনে পরেছে। নামটাতো খুব চমৎকার, রাধিকা?

মিনা রায় বললো, তা, রাধিকার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলেন।

ডাইরেকটর সাহেব বললো, না না, এখনো নিইনি, তার জন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম। তুমি আগে বসো।

মিনা রায়, বিশাল কক্ষের ঐ পাশের সোফাতে গিয়ে বসলো। ডাইরেকটর সাহেব সামনা সামনি বসে বললো, ভাবছি, আপাততঃ মেয়েটাকে সুপারভাইজার পদ থেকে সরিয়ে দেবো।

ঠিক সেই সময়ে দরজায় নক হলো।

ডাইরেকটর সাহেব বললো, কে?

সাকীব দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে, ডাইরেকটর সাহেবের সামনের নীচু টেবিলটার উপর একটা আয়তাকার খাম রেখে বললো, নুতন করে পদত্যাগ পত্র পেশ করছি।

ডাইরেকটর সাহেব বললো, কারন?

সাকীব ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁকিয়ে রইলো। তারপর বললো, স্যরি, এবার আসি।

সকীব হন হন করে বেড়িয়ে গেলো। ডাইরেকটর সাহেব ডাকছে, সাকীব? সাকীব?

রাত্রির মনটা খুব খারাপ। সে সারাদিন হাসপাতালের একটা নির্জন জায়গায় চুপচাপ বসে ছিলো। সন্ধ্যার পর সে হাটতে হাটতে বাসার দিকে রওনা হলো। সুমি তখন একটা ট্যাক্সিতে করে ওম্যানস ক্লাবে যাচ্ছিলো। রাত্রিকে ফুটপাতে হাটতে দেখে ট্যাক্সিকে থামাতে বললো। তারপর ডাকলো, রাত্রি সিষ্টার, হাসপাতাল থেকে ফিরছো বুঝি? আজকে না তোমার ছুটির দিন?

রাত্রি বললো, হুম, তাই।

সুমি বললো, ক্লাবে যাচ্ছি। যাবে নাকি, আমার সাথে?

রাত্রির কি হলো কে জানে। সে কোন কথা না বলে ট্যাক্সিতে এসে বসলো।

ক্লাবে এসে রাত্রি বললো, আমার দোষে, আজকে একজন রোগী মারা গেলো।

সুমি বললো, তোমার দোষ বলছো কেনো? তুমি নার্স বলে?

রাত্রি বললো, হুম, রোগীদের ব্যাপারে নার্সদের অনেক দায় দায়ীত্ব থাকে।

সুমি বললো, রাত্রি, তুমি আসলে, বেশী ভাবো। আমি একটা কথা বলি। আমরা হলাম, পৃথীবীর অনেক অনেক চাকুরীর মাঝে, একটা মাত্র চাকুরী বেছে নিয়ে, নার্সের চাকুরীটা করছি। বেতনও তেমন ভালো পাইনা। এত সব দায় দায়ীত্ব নিয়ে আমাদের ভাবা ঠিক না। এই সব কঠিন ব্যাপার গুলো ভাবার মতো অনেক বড় বড় লোক, পলিটিশিয়ানরা আছে। আমাদের ভেবে কোন কাজ নেই।

রাত্রি বললো, ঠিক কিনা?

সুমি বললো, ঠিক ঠিক। চলো এবার ড্যান্স করি, চলো।

রাত্রি ড্যান্স করার চেষ্টা করছে। অথচ, ঠিকমতো কোমর নাড়তে পারছেনা। সে সবাইকে অনুকরন করে তাল মিলিয়ে কোমর নাড়ছে। সুমির কেনো যেনো মনে হলো, রাত্রির ড্যান্সটাই সবচেয়ে চমৎকার। সুমি মিউজিকের কোলাহলের মাঝেই বললো, তুমি তো ড্যান্সও কম পারো না।

রাত্রি খিল খিল করে হাসতে লাগলো।

সাকীব বাড়ীতে ফিরে রাধিকাকে বললো, আজকে আমি ফাইনালী পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে এলাম।

রাধিকা বললো, আবার পাগলামী? আমি জানি, তুমি আমাকে খুশী করার জন্যে এইসব পাগলামী করছো। কিন্তু, আমিও তো অনেক কিছু ভাবছি। এই ধরো বেবী সিটারের কথা!

সাকীব বললো, না, তোমার জন্যে না। আসলে, আমার হাতে রোগী মারা গেছে।

রাধিকা বললো, কি বলছো এসব? যে মারা যাবার সে তো মারা যাবেই! ডাক্তার হিসেবে তোমার যা নাম ডাক, তাতে করে কেউ, তোমাকে দোষী করার কথা না।

সাকীব বললো, না রাধিকা না, আমার নুতন করে আজকে মনে হলো, ডাক্তার হলো, জীবন বাঁচানোর জন্যে, মেরে ফেলার জন্যে না। এ পর্যন্ত্য আমার হাতে কোন রোগী মারা যায়নি। অথচ?

রাধিকা বললো, আহা, তুমি এতটা ভেবো না তো?

সাকীব বললো, তুমি জানো না, রাধিকা, ইদানীং আমি কাজে খুবি অমনোযোগী।

রাধিকা বললো, মানে? কেনো?

সাকীব বললো, জানিনা। দিলের জন্মের পর থেকেই। চমৎকার একটা জীবন দান করে, অন্যের জীবনের কথা কেমন যেনো অবহেলা করছি।

রাধিকা চুপচাপ শুনছে সাকীবের কথা।

রাত্রি বাসায় ফিরলো অনেক রাতে। বাসার কাছাকাছি আসতেই দেখলো, সামনের সিড়িতে বসে আছে আহমেদ। রাত্রি ডাকলো, আহমেদ?

আহমেদ বললো, অনেক লেইট দেখছি তোমার?

রাত্রি বললো, কখন থেকে ওখানে বসে আছো?

আহমেদ কিছু বললোনা। রাত্রি আহমেদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, আমার কাছে এসে একটু কান্নাকাটি করে বুকটা হালকা করতে এসেছো, তাই না?

আহমেদ কিছু বললোনা।

রাত্রি আবারো বললো, আমার কথা জানতে চাইলে বলবো, আমার চোখের সামনে রোগীর মৃত্যু অনেকবারই আছে। রোগী মারা যাবার পর নিজের কাছে মনে হতো, ঐটা করলে বুঝি ভালো হতো। আরেকটু দরদ দিয়ে সেবা করলে বুঝি ভালো হতো। এইসব ভেবে ভেবে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কেঁদেছি।

আহমেদ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

রাত্রি বলতে লাগলো, চোখের সামনে রোগী মারা যাবার ব্যাপারটা, নার্স আর ডাক্তার উভয়ের কাছে, একই রকম কষ্টের।

আহমেদ হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, ঠিক তাই!

রাত্রি কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সে আহমেদের পাশে, সিড়িতে এসে বসলো। তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো। আহমেদ রাত্রির হাতটা ধরলো নিজের অজান্তেই।

চলবে